

سُورَةُ الْحُجُرَاتِ مَدِينَةٍ

৪৯-সূরা আল হুজুরাত

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৯ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াহ ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের সম্মুখে অগ্রবর্তী হইও না, এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর । নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজানী ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدْ مُوَابِنِ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَنِيعٌ عَلِيمٌ ②

৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াহ ! তোমরা নিজেদের কষ্ট স্বরকে নবীর কষ্টস্বরের উপর উচু করিও না, এবং তোমরা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে উচ্চঃস্বরে কথা বলার ন্যায় তাহার সম্মুখে উচ্চঃস্বরে কথা বলিও না, কারণ ইহাতে তোমাদের কুত-কর্মসমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং তোমরা অনুভবও করিতে পারিবে না ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ③

৪। নিশ্চয় যাহারা নিজেদের কষ্টস্বরকে আল্লাহর রসূলের সম্মুখে চাপা দিয়া রাখে— তাহারাই এমন লোক যাহাদের অন্তরকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য বিস্ত্রক করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপূরকার অবধারিত রহিয়াছে ।

إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ④

৫। যাহারা কামরাসমূহের পিছন হইতে তোমাকে উচ্চঃস্বরে ডাকডাকি করে— তাহাদের অধিকাংশই বন্ধি খাটায় না ।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ⑤

৬। এবং তুমি বাহির হইয়া তাহাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তাহারা ধৈর্য ধারণ করিত তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য খুব উত্তম হইত—এবং আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑥

৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াহ ! যদি কোন দুষ্টকারী তোমাদের নিকট কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ লইয়া আসে তাহা হইলে তোমরা ভালরূপে তদন্ত কর, যেন এইরূপ না হয় যে, অজ্ঞাতসারে তোমরা কোন জাতিকে কষ্ট দাও এবং পরে তোমরা যে (ভুল) কাজ কর তাহার জন্য অন্তঃপ্র হও ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ⑦

৮। এবং তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল রহিয়াছে; যদি অনেক বিষয়ে সে তোমাদের কথা মানিয়া চলে, তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা কষ্ট পড়িবে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের দৃষ্টিতে ঈমানকে প্রিয় করিয়া দিয়াছেন, এবং তোমাদের অন্তরে ইহাকে মনোরম করিয়া দিয়াছেন; এবং কুফরী, দৃষ্টি এবং অবাধ্যতাকে তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণা করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহারা ইহা সৎ পথে কায়ম আছে।

৯। ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে অনুগ্রহ ও নৈয়ামত স্বরূপ। এবং আল্লাহ্ সর্বভাবানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১০। এবং যদি মো'মেনদের দুইদল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাইবে; যদি (মীমাংসার পরে) তাহাদের উভয়ের মধ্য হইতে একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করিয়া আক্রমণ করে তাহা হইলে তোমরা সকলে মিলিয়া যে বিদ্রোহ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে। যদি সে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সহিত মীমাংসা করাইয়া দিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে জানবাসেন।

১১। নিশ্চয় মো'মেনগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর, এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাহাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়।

(১১)
১৩

১২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! কোন জাতি যেন অন্য জাতিকে হাসি-বিদ্রূপ না করে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে; এবং নারীগণও যেন অন্য নারীগণকে হাসি-বিদ্রূপ না করে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না; এবং একে অপরকে অবজ্রাসূচক উপাধি দিয়া ডাকিও না। ঈমান আনার পর দূষণীয় নাম (দিয়া ডাকা) বড়ই মন্দ কথা; এবং যাহারা ইহার পর তওবা করিবে না তাহারা ইহা যেনে।

১৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা অতিরিক্ত সন্দেহকে পরিহার কর, কারণ কতক (ক্ষেত্রে) সন্দেহ পাপ বিশেষ। এবং তোমরা ছিদ্রানুশ্ণ করিও না, এবং একে অপরের পিছনে গীবত (কুৎসা) করিয়া বেড়াইও না। তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাহার মৃত ভাইয়ের গোলত শাইতে

وَاَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ①

فَضَّلَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ①

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَتَأْوِلُوا إِلَى اللَّهِ تَبَيَّنَ عَلَىٰ نَفْسٍ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ②

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ③

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ④

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ يَجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمٌ

চাহিবে? অবশ্যই তোমরা ইহাকে ঘৃণা করিবে; এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করিও, নিশ্চয় আল্লাহ পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

১৪। হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে পুরুষ ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনিতে পার; নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মৃত্যুকী; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্ববিদিত।

১৫। মক্কাবাসীগণ বলে, ‘আমরা ঈমান আনিয়াছি।’ তুমি বল, ‘তোমরা (এখনও প্রকৃত) ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, ‘আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, কারণ এখনও ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই;’ কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ এবং তাহার রসুলের আনুগত্য কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ হইতে কিছুই কম করিবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১৬। বস্তুতঃ মো’মেন কেবল তাহারাই যাহারা আল্লাহ ও রসুলের উপর ঈমান আনে, অতঃপর তাহারাই সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়া আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাহারাই সত্যবাদী।

১৭। তুমি বল, ‘তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করিবে, অথচ আল্লাহ জানেন যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে; বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।’

১৮। তাহারাই ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহার তোমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছে বলিয়া মনে করে। তুমি বল, ‘তোমরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করাকে আমার উপর তোমাদের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিও না। বরং আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তিনি তোমাদিগকে ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়াছেন; যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক।’

১৯। নিশ্চয় আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়াবলী জানেন; এবং তোমরা যে কর্ম কর তাহা আল্লাহ ভালভাবে

أَخْبَرَهُ مَيِّمًا فَكَيْفَ هُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَوَّابٌ رَّحِيمٌ ⑤

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ⑥

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تَوُفُّوا أَلَاكُمْ قَوْلًا أَنْتُمْ قُلْتُمْ إِنَّا نَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْعَنُكُمْ مِنْكُمْ أَحَدٌ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑦

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ ⑧

قُلْ أَعْلَمُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الصُّبُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑨

يَسْتَوُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَسْوَاعُ إِنَّكُمْ لَإِيْسَاءُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑩

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑪